আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA

Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৬২ (সাপ্তাহিক) ● ২৫ জুন ২০২১ থেকে ১ জুলাই ২০২১ ● ১০ আষাঢ় ১৪২৮ ● শুক্রবার ● RNI No. WBBEN/2004/14087 ● POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 ● মূল্য — ৩ টাকা Year — 17, Volume — 62 (Weekly) ● 25 JUNE, 2021 – 1 JULY, 2021 ● Friday ● Rs. 3.

ছাত্রবন্ধু মুখ্যমন্ত্রী

উচ্চশিক্ষার জন্য দশ লক্ষ টাকার ক্রেডিট কার্ড

আবার প্রতিশ্রুতিপূরণ

ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব আমাদের : মমতা

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : জননেত্রীর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার নির্দশন বাংলার মানুষ পেয়ে আসছে দশ বছর ধরে। তবু বাংলার মানুষের জন্য একের পর এক প্রতিশ্রুতি পালনে তাঁর ক্লান্তি নেই। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শুধু নয়, বরং একের পর এক অভিনব কাজও তিনি করে চলেছেন। নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেবে রাজ্য সরকার। সরকারে ক্ষমতায় এসেছেন দেড় মাস হল। এর মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে সেই প্রকল্প চালু করে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিছুদিন আগেই কৃষকদের জন্য কৃষকবন্ধু প্রকল্প চালু করে দিয়েছেন। তাঁদের সহায়ক মূল্য দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। এবার ঘোষণা করে দিলেন রাজ্যের প্রায় ২২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী প্রত্যেকে পড়াশোনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। আগামী ৩০ জুন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে জানিয়ে দেন, এই প্রকল্পে ঋণের জন্য কোনও গ্যারেন্টার লাগবে না। সরকার নিজে ব্যাঙ্কের কাছে গ্যারেন্টার হবে। ছাত্রছাত্রীরা এই ঋণ শোধের জন্য ১৫ বছর সময় পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ছাত্রছাত্রীরা আমাদের গর্ব। তাদের শিক্ষাদান করে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য বাবা—মাকে যে চিন্তা করতে হয়, সেই চিন্তা করার আর কোনও প্রয়োজন নেই। টাকার জন্য ঘরবাড়ি বিক্রি করার প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে।"

মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে সীলমোহর পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী বলেই দিয়েছিলেন ভোট যাওয়ার সময় তিনি রাজ্যসাবীকে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা একে একে পূরণ করবেন। প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই বিষয়টির অনুমোদন দিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম। তার মধ্যে কৃষকবন্ধু প্রকল্প ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। কয়েক হাজার কোটি টাকা তাঁদের দেওয়াও হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা স্টুডেন্টদের ক্রেডিট কার্ড দেব।"

> ছাত্রছাত্রীরা আমাদের গর্ব। তাদের শিক্ষাদান করে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য বাবা-মাকে চিন্তা করতে হয়, তা আর করার কোনও প্রয়োজন নেই। টাকার জন্য ঘরবাড়ি বিক্রি করার দরকার নেই। রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে।

কারা সুযোগ পাবেন এই প্রকল্পের? দশম শ্রেণি থেকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই এর সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই শ্রেণিতে প্রায় ১২ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। এ ছাড়া দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রায় সাড়ে ন'লক্ষ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এঁরা প্রত্যেকে পড়াশোনার জন্য ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে জানা মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে একাধিক স্কলারশিপ চালু করেছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য কন্যাশ্রী প্রকল্প। তার পাশাপাশি বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ, ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী ছাড়াও রয়েছে তপসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আলাদা স্কলারশিপ। তবে এই ক্রেডিট কার্ডের ঋণ প্রকল্প প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী আলাদা করে পাওয়ার যোগ্য বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। খুব ন্যূনতম শর্ত এক্ষেত্রে রয়েছে। এই ঋণ পেতে হলে ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে ওই পড়ুয়াকে। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পেশাদারী বা ডিপ্লোমা কোর্স, ডক্টরাল, পোস্ট ডক্টরাল স্তরে পড়াশোনার জন্য এই প্রকল্পে ঋণ পাবেন ছাত্রছাত্রীরা। দেশে বা বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য এই প্রকল্পের সুযোগ মিলবে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত।

ঋণশোধের প্রক্রিয়াও সহজ। প্রথমত ১৫ বছর সময় দেওয়া হচ্ছে তা শোধের জন্য। চাকরি পেয়ে গেলে তার পর এক বছর সময় দেওয়া হবে ঋণশোধের জন্য। সফট লোনের সুবিধায় ১৫ বছরের মধ্যে এই টাকা শোধ করতে হবে। অনলাইনে অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে এর আবেদন করা যাবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাজ্যে

কমিশনকে আর্জি মমতার

তৃতীয় ঢেউ আসার আগে ৭ আসনের উপনির্বাচন হোক

যেখানে ভোট ভবানীপুর, গোসাবা, খড়দহ, শান্তিপুর, জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ, দিনহাটা

জাগো বাংলা: লাগাতার নজরদারি আর সুচিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি কড়া বিধিনিষেধ জারি রেখে রাজ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন বাকি থাকা সাত বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের এটাই ঠিক সময়। নির্বাচন কমিশনকে সে কথা স্মরণ করিয়ে নির্বাচনটা করে ফেলার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, "অনেকগুলো উপনির্বাচন আছে। আমরা চাইব সেগুলো হয়ে যাক। কারণ এখন কোভিড পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।"

এখন পরিস্থিতি ঠিক কী, আর আগামিদিনে করোনার তৃতীয় ঢেউ এলে কী পরিস্থিতি হতে পারে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে অষ্টম দফার ভোটের সময়ের কথা। সে সময় বারবার বলেও শেষ তিন—চার দফা নির্বাচন একসঙ্গে করানো যায়নি। কেন্দ্রের নির্দেশেই তা হয়নি। তার জেরে সংক্রমণ হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল। পজিটিভিটি রেট সে সময় ছিল ৩৩ শতাংশ। সংক্রমণের 'পিক' অবস্থা ছিল। অথচ এখন পজিটিভিটি রেট দেখাচ্ছে ৩ শতাংশ। সেক্ষেত্রে কমিশনের ভাট করিয়ে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

> অষ্টম দফায় যখন ভোট তখন পজিটিভিটি রেট রাজ্যে ছিল ৩৩%। এখন ৩.৪৬%। প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিলে কমিশন উপনির্বাচনগুলি করবে।

সেই প্রসঙ্গ তুলেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "রাজ্যে প্রথম ভোটের দিন পজিটিভিটি রেট ছিল ২—৩ শতাংশ। কিন্তু যখন বাড়তে বাড়তে অষ্টম দফা হল দেখা গেল পঞ্চম থেকে অষ্টমের মধ্যে পজিটিভিটি রেট ৩৩ শতাংশে চলে গেল। সেটাই ছিল কোভিডের পিক এরিয়া। অষ্টম দফার সময়টাই সবচেয়ে বেশি করোনা হয়েছে। যেটা বারবার আমরা বলেও কোনও লাভ হয়নি। যাই হোক ৩৩ শতাংশ থেকে এখন এটা ৩.৬১—এ নামিয়ে এনেছি।" এর পরই কমিশনের কাছে তিনি বিনীতভাবে আবেদন করেন, "আমরা অপেক্ষা করছি। ভোটটা কমিশনের দ্রুত করে নেওয়া উচিত।" একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভোট ঘোষণা হলে সাত দিন সময় দেওয়া হোক। তাতেই সমস্ত প্রচার থেকে সব পর্ব মিটিয়ে নেওয়া যাবে। বলেছেন, "সাতদিন প্রচারের সময় দিক। ১০টা থেকে সাতটা পর্যন্ত সময় দিলে আমাদেরও হয়ে যাবে। আমরা এর থেকে বেশি নিতেও চাই না। কিন্তু উপনির্বাচনগুলো হয়ে যাক।"

দুয়ের পাতায়

জনস্বার্থে সরব জননেত্রী

কোভ্যাকসিন

প্রাইম মিনিস্টারের মাথা থেকে আবিষ্কার হয়েছে। এটা নিয়ে ব্রাজিলের সঙ্গে সমস্যা চলছে। বাংলাদেশের সঙ্গেও চলছে। বিদেশে পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রীরা গভীর সমস্যায়।

কোভ্যাকসিনে 'হু'-র অনুমোদন না থাকায় প্রবাসী পড়ুয়ারা বিপাকে, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কীভাবে তারা উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার সুযোগ পাবে, কীভাবে সহজ কিস্তিতে ঋণ পাবে, সেসব ভাবার পাশাপাশি তিনি ভেবেছেন কোভ্যাকসিন টিকা নিয়ে এখনও বিদেশ যাত্রার অনুমোদন মেলেনি সে কথাও। এতে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়বেন উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যেতে চাইছেন যে পড়ুয়ারা, তাঁরা। তাঁদের স্বার্থে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে সুরাহা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'হু' যাতে কোভ্যাকসিনকে বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেয়, সেই উদ্যোগ নিন। তার জন্য আলাদা করে চিঠিও লিখে দিয়েছেন তিনি। শুধু বাংলা নয়, দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর সমস্যার কথা ভেবেই এই চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোভিশিল্ডে এসব কোনও সমস্যা হচ্ছে না। কারণ বিশ্বসাস্থ্য সংস্থা 'হু' তাকে ছাড়পত্র দিয়েছে। অথচ কোভ্যাকসিনের ছাড়পত্র মেলেনি। এর মধ্যে আরও বিপাকে পড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। তিনি নিজেই এখন কোভ্যাকসিন টিকা নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করছেন। অথচ তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছাড়পত্র পায়নি! গোটা দেশের বিদেশগামী পড়ুয়ারা স্বাভাবিকভাবে দেশীয় এই ভ্যাকসিন নিয়ে এখন ঘোর বিপাকে। দেশের মেধাবী পড়ুয়াদের এমন সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেওয়ার দায় প্রধানমন্ত্রীর। তাঁকে উদ্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেছেন, "কোভ্যাকসিন, যেটা প্রাইম মিনিস্টারের মাথা থেকে আবিষ্কার হয়েছে, যেটা নিয়ে ব্রাজিলের সঙ্গে সমস্যা চলছে, বাংলাদেশের সঙ্গেও সমস্যা চলছে, সেটা আজকে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে একটা বিরাট বিপর্যয়ের কারণ।" তিনি বলেছেন, অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে কোভ্যাকসিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দিয়ে অনুমোদন করা হোক। তা না হলে

মমতা ব্যানার্জী
মमता बैनर्जी
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

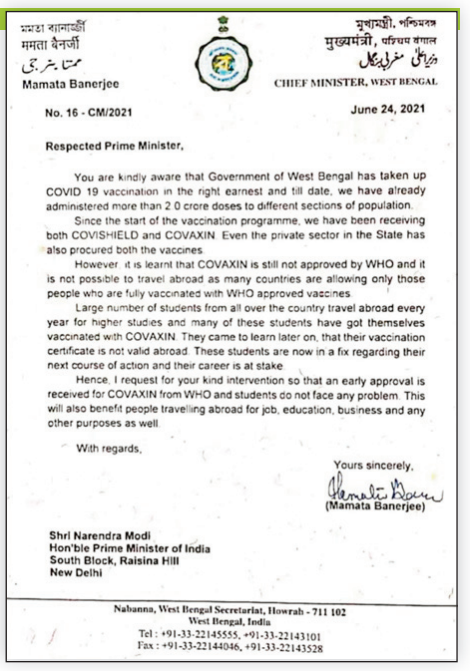

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
وزیراعلیٰ مغربی بنگال
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

No. 16 - CM/2021

June 24, 2021

Respected Prime Minister,

You are kindly aware that Government of West Bengal has taken up COVID 19 vaccination in the right earnest and till date, we have already administered more than 2.0 crore doses to different sections of population.

Since the start of the vaccination programme, we have been receiving both COVISHIELD and COVAXIN. Even the private sector in the State has also procured both the vaccines.

However, it is learnt that COVAXIN is still not approved by WHO and it is not possible to travel abroad as many countries are allowing only those people who are fully vaccinated with WHO approved vaccines.

Large number of students from all over the country travel abroad every year for higher studies and many of these students have got themselves vaccinated with COVAXIN. They came to learn later on, that their vaccination certificate is not valid abroad. These students are now in a fix regarding their next course of action and their career is at stake.

Hence, I request for your kind intervention so that an early approval is received for COVAXIN from WHO and students do not face any problem. This will also benefit people travelling abroad for job, education, business and any other purposes as well.

With regards,

Yours sincerely,

(Mamata Banerjee)

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister of India
South Block, Raisina Hill
New Delhi

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah - 711 102
West Bengal, India
Tel : +91-33-22145555, +91-33-22143101
Fax : +91-33-22144046, +91-33-22143528

এর বিকল্প কী ব্যবস্থা হবে তা জানাক কেন্দ্র।

এর পরই এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি। সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদীকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব ও ক্যাবিনেট সচিবকে চিঠি লেখার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা কোভ্যাকসিনের টিকা নিয়েছেন, সেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের অ্যাপ্রুভ না থাকার ফলে বিদেশে যাঁরা পড়াশোনা করতে যান বা বিভিন্ন কাজে যান তাঁরা যেতে পারছেন না।"

দুয়ের পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলায় করোনা নিয়ন্ত্রণে

লকডাউন নয়, শুধু কিছু বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে বঙ্গে করোনা গ্রাফ দ্রুত নামলো। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোভিড ১৯ সংক্রমণ রোধে যেভাবে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ করেছেন, বিশেষজ্ঞ মহল তাকে সাধুবাদ জানিয়েছে। আর তা সফলও হয়েছে। জননেত্রীর প্রয়াসে বাংলায় এখন করোনা নিয়ন্ত্রণে। রাজ্যে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে কমেছে। ২৪ জুন সন্ধ্যায় দেওয়া রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, আগের ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,৯২৩ জন। যা দু'সপ্তাহ আগে ছিল ৫,৭৭৪ জন। অর্থাৎ, ১৫ দিনে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪ শতাংশ কমেছে। এই সময়ের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যাও অর্ধেকের বেশি কমেছে। ওই দিনের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে মোট সংক্রমণের নিরিখে মৃত্যুর হার ১.১৮ শতাংশ। যা জাতীয় গড় ১.৩১ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। তাছাড়া, গত ১৫ দিনে জাতীয় গড় হিসাবে আক্রান্তের সংখ্যা যে হারে কমেছে, বাংলায় সেই দিক থেকেও এগিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, মে মাসের শুরুতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এসে সংক্রমণের যে প্রাবল্য দেখিয়েছিল জননেত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে তা বিশেষ লক্ষ্যণীয়ভাবে কমেছে। অনেক জেলায় দৈনিক সংক্রমণ একশোর নীচে নেমে গিয়েছে। শুধু আত্মনিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধই নয়, সুপার স্প্রেডার গোষ্ঠীকে দ্রুত টিকাকরণও হয়েছে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকার টিকায় খুব ভাল কাজ করছে। জুলাই মাসের মধ্যে ৭০ লাখ ভ্যাকসিন দেবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই ৩৩ লাখ সুপার স্প্রেডারকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। দৈনিক চার লাখ টিকাকরণ রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ৩ কোটি টিকা চেয়েছিল। কেন্দ্র পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন দিচ্ছে না। কেন্দ্রের ব্যর্থতার জন্যই সংক্রমণ বেশি হয়েছে। তাছাড়া, আট দফায় বিধানসভার নির্বাচন, বিজেপির নির্বাচনের প্রচারে বাইরের রাজ্য থেকে লোক নিয়ে আসা, হাজার হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ায় বাংলায় করোনা সংক্রমণ বেড়েছে। নির্বাচনে হারের পর বিজেপি নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আর বাংলা করোনা সংক্রমণ রোধে বা নিয়ন্ত্রণে কোনও উৎসাহই দেখায়নি। এদিকে, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে করোনা মোকাবিলায় ঝাঁপায়ে পড়েছেন। এরমধ্যেই, ঘূর্ণিঝড় ইয়াশ-এর মতো প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলেও তিনি প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গত বছর কেন্দ্র সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে রাজ্যগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই একতরফাভাবে রাতারাতি দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করে দিয়েছিল। তাতে সারা দেশে সর্বত্র সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে। মানুষের রুটি-রুজিতে টান পড়েছে। খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ ব্যহত হওয়ায় সবকিছুর দাম বেড়েছে। গেশের অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছে। এ বছর জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষকে অসুবিধায় না ফেলেও করোনা নিয়ন্ত্রণ করে দেখিয়ে দিলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা আর প্রশাসনিক দক্ষতা থাকলে সব সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সম্ভব। সেই কারণেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জনগণের সরকার।

রাজ্যের সাংবিধানিক ক্ষমতাকে বুলডোজ করছে কেন্দ্র

তীর্থ রায়

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার গণতন্ত্রকে মান্যতা দেয় না। বিজেপি দলটাই একটি স্বৈরতান্ত্রিক দল। গণতন্ত্রের উপর এই দলের কোনওদিনই ভরসা নেই। নরেন্দ্র মোদি নিজেকে একজন স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হিসেবে প্রতিভাত করতে চাইছেন। সাত বছর আগে এই সরকার ক্ষমতায় এসে একের পর এক সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করার প্রক্রিয়া চালু করেছে। সবার প্রথমে মোদির সরকার আক্রমণ করছে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে। ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান ঠিক করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কতটা, রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা কতটা। কিন্তু মোদি সরকার রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা মানতে রাজি নয়। সংবিধান যেগুলি রাজ্যের ক্ষমতা বলে বর্ণনা করছে, মোদির সরকার সেগুলিকে খারিজ করে দিচ্ছে। সেখানে কেন্দ্রের নীতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ— কেন্দ্রের নয়া কৃষি নীতি। কৃষি সংক্রান্ত নীতিগুলি রাজ্য গ্রহণ করবে বলে সংবিধান বলে দিয়েছে। অথচ, সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে আইন করে ফেলল। এইরকম নানা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মোদি সরকার রাজ্যের ক্ষমতা সম্পূর্ণ খর্ব করে দিচ্ছে। রাজ্যপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে রীতি হল, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই কেন্দ্র তা করবে। কিন্তু, জগদীপ ধনকড়কে রাজ্যপাল নিয়োগের সময় দেখা গেল, কেন্দ্র রাজ্যের সঙ্গে কোনও পরামর্শই করল না। সংবিধানে রাজ্যপালের ক্ষমতা স্পষ্ট করে বলা রয়েছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শেই রাজ্যপাল চলতে বাধ্য। কিন্তু এই মোদি সরকারের আমলে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যপালকে দিয়ে একটি সমান্তরাল সরকার চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যে নির্বাচিত সরকার, অথচ রাজ্যপাল স্বাধীনভাবে কাজ করে চলেছেন। রাজ্যপাল প্রশাসনের কর্তাদের ডেকে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী নীতি গ্রহণের বিষয়ে চাপ দিচ্ছেন। রাজ্যপালকে সংবিধান এই অধিকার দেয়নি। কারণ, রাজ্যপাল মানুষের দ্বারা নির্বাচিত কোনও পদ নয়। বস্তুত, রাজ্যপালের হাত দিয়ে কেন্দ্র সর্বত্র তার নিজের নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সঠিকভাবেই বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে 'বুলডোজ' করে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করলেই যেভাবে সমালোচকদের 'বুলডোজ' করা হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই রাজ্যকেও 'বুলডোজ' করা হচ্ছে। গণতন্ত্রে কখনওই এই জিনিস চলতে পারে না। মোদি সরকারের এই স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে জননেত্রী সবসময় সরব। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যেভাবে মোদি সরকার প্রতিহিংসামূলক আচরণ করে চলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আমলাতন্ত্রকেও মোদি সরকার 'বুলডোজ' করছে। অর্থাৎ, মোদি সরকারের স্তাবকতা না করলে সবাইকে 'বুলডোজ' হতে হবে।

নরেন্দ্র মোদি নিজেকে একজন স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হিসেবে প্রতিভাত করতে চাইছেন। সাত বছর আগে এই সরকার ক্ষমতায় এসে একের পর এক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করার প্রক্রিয়া চালু করেছে। সবার প্রথমে মোদির সরকার আক্রমণ করছে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে। ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান ঠিক করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কতটা, রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা কতটা। কিন্তু মোদি সরকার রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা মানতে রাজি নয়।

তৃতীয় ঢেউ আসার

একের পাতার পর

এর মধ্যে কমিশন সূত্রে একটি খবর প্রকাশ্যে এসেছে। সেই কথা ফাঁস করেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবটাই নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর উপর। এক্ষেত্রে সরাসরি তাই প্রধানমন্ত্রীকে উদ্যোগ নেওয়ার আবেদনও রেখেছেন। বলেছেন, "আমি জানতে পারলাম যে, প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিলেই কমিশন নির্বাচনটা করিয়ে নেবে। সত্যি যদি এটা হয়, তবে প্রধানমন্ত্রীকে বলব এটার অনুমতি দিন। কারণ এখন অবস্থা ঠিক আছে। কিন্তু থার্ড ওয়েভ চলে এলে আপনি কিছু করতে পারবেন না।" কিন্তু কেন্দ্রের নির্দেশ না পেলে যে কমিশন এগোবে না, সেটাও বোঝা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভোট করানোর পক্ষে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, "এটা কি মনে হয় যে, ৩৩ শতাংশে দাঁড়িয়ে কমিশন নির্বাচনটা করাতে পারে। আর এক বা দুই শতাংশে দাঁড়িয়ে ভোটটা করানো যায় না?"

রাজ্যের ভোটপর্ব শেষ হতেই সাতটি আসনে উপনির্বাচন করানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভোট চলাকালীন মুর্শিদাবাদের দুটি কেন্দ্র সামশেরগঞ্জ আর জঙ্গিপুরের জোট প্রার্থীর মৃত্যু হয়। সেখানে ভোট হবে। ভোট শেষ হওয়ার মুখে খড়দহের তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহা মারা যান। সেখানে উপনির্বাচন হবে। ভোটের পর বিজেপির দুই প্রার্থী বিধায়কপদ ত্যাগ করেন। একজন দিনহাটার নিশীথ প্রামাণিক। অন্যজন শান্তিপুরের জগন্নাথ সরকার। দু'জনই সাংসদ থাকতে চেয়েছেন। ফলে সেখানেও ভোট হবে। এদিকে কলকাতার ভবানীপুর আসনটি মুখ্যমন্ত্রীর জন্য ছেড়ে দিয়েছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সেখানে ভোট হবে। সম্প্রতি কয়েকদিন আগেই মারা গেলেন গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। সেখানেও উপনির্বাচন।

৫ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। ছ'মাসের মধ্যে তাঁকে ভোটে জিতে আসতে হবে। সেই প্রেক্ষিতেই ভোট জরুরি। বহু ক্ষেত্রেই এটা হয়েছে। ২০১১ সালেই নেত্রী যখন প্রথমবার জিতে ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি রেলমন্ত্রী। ছ'মাসের মধ্যে ভোটে জিতে আসেন তিনি। আর এখন ভোট করানোর মতো পরিস্থিতি রয়েছে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, যেসব এলাকায় ভোট হবে, সেসব এলাকা তো একেবারে আইসোলেটেড। করোনা নিয়ন্ত্রণে। ফলে সেসব জায়গায় ভোট করাতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এখন উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়ায় একটু সংক্রমণ বেশি আছে। এখন যা আছে আগামী দশদিনে এক বা দুই শতাংশে নেমে আসবে।"

কোভ্যাকসিনে 'হু'-র অনুমোদন

একের পাতার পর

তাঁরা যখন কোভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট দেখাচ্ছেন, সেটা অথেন্টিকেটেড হচ্ছে না। অ্যালাও করা হচ্ছে না। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রী এখন বিদেশে যেতে পারছেন না।"

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসায় দেশের বহু পড়ুয়া বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। যার মধ্যে এ রাজ্য থেকেও উচ্চশিক্ষার জন্য বহু পড়ুয়া বিদেশ যাবেন। সেখানেই দেখা দিয়েছে সমস্যা। বিভিন্ন দেশ জানিয়ে দিয়েছে, সেখানে যেতে গেলে কোভিশিল্ডই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। সেই সার্টিফিকেট থাকলে তবেই মিলবে বিদেশে গিয়ে পড়ার ছাড়পত্র। কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু পড়ুয়া কোভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছেন। অথচ এমনটা যে হচ্ছে, তা জানার পরও কেন্দ্র নীরব। প্রধানমন্ত্রী আবার বলে বেড়াচ্ছেন কোভ্যাকসিন নেওয়ার কথা।

এই পরিস্থিতিতে সমস্যা আরও গভীর হচ্ছে। কোনও দায় নেই কেন্দ্রের সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেছেন, "এটা অত্যন্ত সিরিয়াস একটা প্রবলেম। পাসপোর্ট, ভিসার মতোই কোভিশিল্ডের সার্টিফিকেট লাগছে। যাঁরা এদেশে থাকবেন, বাইরে যাওয়ার নেই, তাদের সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁরা বাইরে যাবেন—আসবেন, পড়াশোনার জন্য বা বিভিন্ন কাজে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় হেডেক হয়ে গিয়েছে।" বিদেশগামী পড়ুয়ারা এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছেন এ নিয়ে। যদি কোভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট শেষপর্যন্ত অন্যান্য দেশগুলি মেনে না নেয়, তাহলে তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে পড়বে। মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেছেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত বিদেশে যে সমস্ত পড়ুয়ারা যাবেন তাঁদের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। যাঁরা কোভিশিল্ড নিয়েছেন তাঁদের কোনও প্রবলেম হচ্ছে না। কিন্তু রাজ্যের অনেক পড়ুয়া বেসরকারি জায়গা থেকে কোভ্যাকসিন নিয়েছেন। ফলে তাঁরা পড়েছেন সমস্যায়।" মুখ্যমন্ত্রী জানান, যাঁরা ইতিমধ্যেই কোভ্যাকসিন নিয়েছেন, তাঁরা এখন কী করবেন? ফের নতুন করে অন্য কোনও টিকা নিতে হবে, নাকি বিকল্প কোনও ব্যবস্থা হবে, তা দ্রুত জানাক কেন্দ্র।

সদলবলে আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপি সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদের তৃণমূলে যোগদান

জাগো বাংলা প্রতিবেদন: যে জেলা থেকে বিজেপির সাংসদ বাংলা ভাগ করার ধুঁয়ো তুলেছেন সেই আলিপুরদুয়ার জেলাতেই গেরুয়া শিবিরে বড়মাপের ধ্বস নামল। সদলবলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। তৃণমূল ভবনে তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের সিনিয়র নেতা মুকুল রায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা পৃথক রাজ্য তৈরি করার তীব্র বিরোধিতা করে গঙ্গাপ্রসাদ জানিয়েছেন, "মানুষের জন্য কাজ করতে বাংলার উন্নয়নের মূল ধারার সঙ্গে থাকতে চাই। বস্তুত এই কারণে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতাকা হাতে নিয়ে গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।" একইসঙ্গে তাঁর ভোটের পর দলবদলের মূখ্য কারণ, বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের মানুষের জন্য কোনও কাজ না করার ঘটনাকে দায়ী করেছেন তিনি। উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ জন বার্লা। দলবদলের সঙ্গে সঙ্গেই সাংসদ জন বার্লাকে তুলোধোনা করেছেন তৃণমূলে সদলবলে যোগ দেওয়া গঙ্গাপ্রসাদ। বলেছেন, "নানা অনৈতিক ব্যক্তি ও কাজকর্মকে শুধু মদত দেওয়া নয়, একবিন্দু উন্নয়নের কাজে যুক্ত থাকেন না। মানুষের ভোট নিয়েও মানুষের পাশে যান না সাংসদ।"

গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা-সহ আলিপুরদুয়ারের মোট ৮ জন বিজেপি নেতা ও কয়েক হাজার গেরুয়া কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে। বহুদিন ধরেই আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আলিপুরদুয়ারের বিজেপির জেলা সভাপতির দায়িত্ব পান তিনি। তারপরই লোকসভায় ভাল ফল করে বিজেপি। একুশেও গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার জোরেই এবারও আলিপুরদুয়ারের ৫ টি বিধানসভা আসন বিজেপির দখলে গিয়েছে বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি। তবে ভোটের আগে থেকেই গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্কের অবনতি হয়। দলের হয়ে কাজ করলেও সুমধুর সম্পর্কে ছেদ পড়েছে, এমন কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। দিন কয়েক আগে নিজেই তৃণমূলে যোগদানের কথা প্রকাশ করেন তিনি। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে সোমবার যোগ দেন তৃণমূলে। কেন বিজেপি ত্যাগ? গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা নিজেই জানিয়েছেন যে, ভোটের আগে থেকেই দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তাঁর। তিনি বলেন, "ভোটের আগে জেলা নেতৃত্বকে না জানিয়ে একের পর এক নেতাকে কলকাতায় এনে এবং কিছু নেতাকে দিল্লিতে পাঠিয়ে যোগদান করানো হয়েছে। আমাদের কোনও কিছু জানানো হয়নি। জেলা নেতৃত্বকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তখন থেকেই দূরত্ব। তবে সেই সময় দল ছাড়িনি, কারণ ভোটের আগে ছাড়লে লোকে গদ্দার বলত। ভোটের ফল দেখিয়ে দিয়েছি। ৫ টা আসনই বিজেপির দখলে। তবে আগে থেকেই তৃণমূলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

রাজ্যে নিয়োগ হচ্ছে ৩২ হাজার শিক্ষক

চাকরি পেতে মেধাই বড় পরিচয়, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : আবারও ব্যতিক্রমী বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার। সারা দেশে যখন নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অতিমারীর আবহেই বেকার যুবক যুবতীদের স্বার্থে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতবার কোভিড ও লকডাউন পরিস্থিতিতেও তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে রাজ্যে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমেছে। নানা ক্ষেত্রে তৈরি করা হয়েছে কর্মসংস্থান। এমনটা ভাবতে পারে কেবল বাংলার মানবদরদী সরকারই। শুধু তাই নয়, কোনওরকম অস্বচ্ছতা থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, কারও কোনও লবি করার দরকার নেই। বস্তুত কোভিডের এমন পরিস্থিতিতে এই বিপুল কর্মসংস্থানের ঘোষণা বাংলার ছেলেমেয়েদের কাছে অক্সিজেন।

মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে ঘোষণা করেছেন, প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক মিলিয়ে প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। যার মধ্যে পুজোর আগেই নিয়োগ হবে ২৪ হাজার ৫০০ শিক্ষক এবং পুজোর পরে বাকি ৭ হাজার শিক্ষক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আদালতের মামলা ছিল বলে নিয়োগ প্রক্রিয়া এতদিন আটকে ছিল। এবার শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে কোনও লবিবাজি বরদাস্ত করা হবে না। যাঁরা যোগ্য, তাঁরাই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। এ নিয়ে কারও কাছে কোনও সুপারিশ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। যাঁরা পরীক্ষায় পাশ করেছেন, তাঁরাই চাকরি পাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, “এই ব্যাপার নিয়ে কারও কাছে লবি করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মেধাই তাঁদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছেন, প্রতিযোগিতা করেছেন, পরীক্ষায় পাশ করেছেন, তাঁরাই চাকরি পাওয়ার অধিকারী।” মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন পুজোর আগে যে সমস্ত শিক্ষকরা নিয়োগপত্র পাবেন সেই ২৪ হাজার ৫০০ শিক্ষকের মধ্যে ১৪ হাজার উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক। বাকি ১০ হাজার ৫০০ প্রাথমিক শিক্ষক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “পুজোর আগেই তাঁরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবেন। পুজোর পরে আরও ৭ হাজার শিক্ষককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে। এতে আমাদের স্কুলগুলিতে অনেক সুবিধা হবে।” বিভিন্ন আইনি জটিলতায় প্রায় আট বছর ধরে আটকে থাকার পর অবশেষে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসায় স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বয়ে যায় হবু শিক্ষকদের মধ্যে।

> পুজোর আগেই তাঁরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবেন। পুজোর পরে আরও ৭ হাজার শিক্ষককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে। এতে আমাদের স্কুলগুলিতে অনেক সুবিধা হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র আপার প্রাইমারি স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের নোটিস। আগামী ২১ শে জুন সোমবার সন্ধ্যা থেকেই কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখা যাবে ইন্টারভিউ লিস্ট। প্রাইমারিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া গত বছর শুরু হলেও আইনি জটিলতায় আংশিক থমকে ছিল। ফের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর জন্য চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ভেরিফিকেশন শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়। এসএসসি—কে নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ২০২১ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করে ফেলার কথা জানানো হয়। এই মামলা অবশ্য প্রথম নয়। আপারে নিয়োগ ঘিরে আইনি জটিলতা ধারাবাহিকভাবে বজায় ছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যের কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিকে থমকে দিতে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। আপার প্রাইমারি ক্ষেত্রে প্রায় দু’হাজারের উপর মামলা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে সেই সব মামলা চলেছিল। ক’দিন আগেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আপার প্রাইমারি স্তরে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার টেট স্কোর ও অ্যাকাডেমিক স্কোর মেধার ভিত্তিতে টোটাল ১৪,৩৩৯ শূন্যপদে ১.৪ অনুপাতে প্রায় ২০,০৭৪ জন যোগ্য প্রার্থীর ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের ও নানা মঞ্চ মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গতবছর ১১ নভেম্বরের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য প্রায় ৩৩ হাজার ‘প্রাইমারি ২০১৪ টেট পাস’ প্রার্থী আবেদন করেন। ২৭ হাজার ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট ইন্টারভিউয়ে ডাক পান।

চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়। অ্যাকাডেমিক, টেট এবং ইন্টারভিউয়ের নম্বরের ভিত্তিতে ১২ হাজারের কিছু বেশি প্রার্থী সুযোগ পান। মাত্র তিন দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার প্রার্থীর কাউন্সেলিং এবং নিয়োগ সম্পন্ন হলেও আইনের জটিলতার কারণে বাকিদের নিয়োগ হয়নি। এরপর আদালতের স্টে অর্ডার উঠে যায়। কিন্তু নিয়োগ থমকে ছিল। ২৭ মার্চ প্যানেল সর্বসমক্ষে আনা হয়েছিল। তালিকায় কোনও অস্বচ্ছতা ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ হওয়ার ঘোষণায় স্বস্তি প্রার্থীদের মধ্যে।

মমতার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত

করোনা মোকাবিলায় প্রতিদিন ৪ লক্ষ টিকা দেওয়া শুরু বাংলায়

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : করোনা মোকাবিলার অন্যতম উপায় টিকাকরণ। যত বেশি সংখ্যক মানুষকেতার আওতায় আনা যাবে ততটাই নিশ্চিত করা যাবে সুরক্ষা। তৃতীয় ঢেউ আসার আগেই বাংলায় টিকাকরণ নিয়ে যুগান্তকারী ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন জুলাই মাসে প্রতিদিন ৪ লক্ষ করে মোট ৪ কোটি মানুষকে কোভিড টিকা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই টিকাকরণের নিরিখে অন্যান্য রাজ্যকে পিছনে ফেলেছে বাংলা। বাংলায় এখনো পর্যন্ত করোনা টিকার দুটি ডোজই পেয়েছেন রাজ্যের ৬.৩ শতাংশ মানুষ। এই হিসেবে অনেক পিছিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মতো রাজ্য। বাংলায় ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের মধ্যে করোনা টিকার একটি ডোজ পেয়েছেন ২১.৭ শতাংশ মানুষ। ৪৫ বছরের উপরে করোনা টিকা একটি ডোজ পেয়েছে ৩৮.৮ শতাংশ মানুষ। অন্যদিকে ৬০ বছরের বেশি বয়সী নাগরিকদের মধ্যে করোনা টিকার একটি ডোজ পেয়েছেন ৪৫ শতাংশেরও বেশি মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিপুল টিকাকরণের ফলে তৃতীয় ঢেউ আসলেও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই সুরক্ষিত বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই বাংলায় করোনা ভ্যাকসিনের ২ কোটি ডোজ দিয়েছে রাজ্য সরকার। ৩৩ লক্ষ সুপার স্প্রেডারকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। আরও দ্রুত টিকাকরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩ কোটি ভ্যাকসিন চেয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই সংখ্যায় ভ্যাকসিন পাঠায়নি কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যদি কেন্দ্রীয় সরকার সে সময় ৩ কোটি ভ্যাকসিন পাঠাতো তাহলে রাজ্য সরকার ২ কোটি টিকা নিত। সেখান থেকে ১ কোটি ভ্যাকসিন বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে দেওয়া হত।

তবে আর দেরি করতে রাজি নয় রাজ্য সরকার। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিশুরা ঘরের বাইরে যায়না। তাদের সংক্রমণ ছড়ায় বড়দের থেকেই। শিশুদের সংক্রমণ ঠেকাতে তাই মায়েদেরও টিকাকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে হাসপাতালগুলিতে শিশুদের চিকিৎসা পরিষেবা এবং পরিকাঠামো বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জুলাই মাসের মধ্যেই রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে শিশুদের আইসিইউ, এসএনসিইউ এবং জেনারেল বেডের সংখ্যা বাড়ানো হবে। জুলাইয়ের মধ্যেই রাজ্যে শিশুদের জন্য ৩৫০ এসএনসিইউ, ১৩০০ আইসিইউ শয্যা এবং ১০ হাজার জেনারেল বেড বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিশেষজ্ঞরা তৃতীয় ঢেউ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছি না। শিশুদের সংক্রমণ প্রতিরোধে ১২ বছর বা তার কমবয়সী শিশুর মায়েদের আগে টিকা দেওয়া হবে। টিকা নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে দৈনিক ৩ লক্ষ করে টিকা দেওয়া হচ্ছে। ২৬ জুন থেকে প্রতিদিন ৪ লক্ষ টিকা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, জুলাই মাসের মধ্যে আরও ৭০ লক্ষ টিকা দিতে পারবে তাঁর সরকার।

> ইতিমধ্যেই বাংলায় করোনা ভ্যাকসিনের ২ কোটি ডোজ দিয়েছে রাজ্য সরকার। ৩৩ লক্ষ সুপার স্প্রেডারকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। আরও দ্রুত টিকাকরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩ কোটি ভ্যাকসিন চেয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই সংখ্যক ভ্যাকসিন পাঠায়নি কেন্দ্র।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মোদির বিরুদ্ধে সবাই একজোট

জনগণের ইস্যু নিয়েই মমতার দেখানো পথে শুরু হল লড়াই-সংগ্রাম

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক সাফল্যর পর এবার খাস দিল্লি থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে চলা বিজেপিকে হটানোর প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু হয়ে গেল। বিজেপি বিরোধী ১৫ দলের নেতা ও নেত্রীরা সকলেই একমত হলেন, কেন্দ্র থেকে গেরুয়া শিবিরকে সরাতে শুধুমাত্র মোদি বিরোধী জোট করলেই হবে না। বিকল্প অর্থনীতি, বিকল্প জোট ও বিকল্প শাসন তুলে ধরতে হবে আমজনতার কাছে। আর সেক্ষেত্রে দেশনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা ইস্যুগুলিই মোক্ষম হাতিয়ার হতে পারে বিজেপি বিরোধী এই মঞ্চের। বৈঠকে একাধিক সর্বভারতীয় নেতা স্বীকার করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরীব মানুষের স্বার্থে যে সমস্ত প্রকল্প ও পরিষেবা চালু করেছেন তা যেমন অনুকরনীয় তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে সেরার সেরা হয়েছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রয়াত্ব সংস্থার বিলগ্নীকরণ থেকে শুরু করে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর অনেক বেশি জোরালো। উল্লেখ, সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া সর্বভারতীয় নেতা যশবন্ত সিনহার তৈরি ‘রাষ্ট্র মঞ্চ’ই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ারের বাড়িতে মোদি বিরোধী এই মঞ্চ তৈরির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঢের দেরি থাকলেও এখন থেকেই এবিষয়ে কাজ শুরু করে দিল । কেন্দ্রের মোদির সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর লক্ষ্যেই ২০১৮ সালের ৩০ জানুয়ারি এই মঞ্চের জন্ম হয়েছিল। এবার সেই মঞ্চ থেকেই মোদি বিরোধী বিকল্পের সন্ধানের কাজ শুরু করা হল। দিল্লিতে এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের বাসভবনে দেশের আটটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, যারা বিভিন্ন ইস্যুতে মোদি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তারাও বৈঠকে ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ এই বৈঠকে শরদ পাওয়ারের সাংসদ কন্যা সুপ্রিয়া সুলে সহ এনসিপির আরও বেশ কয়েকজন সাংসদ, ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, আপ নেতা সুশীল গুপ্তা, সমজাবাদী পার্টির নেতা ঘনশ্যাম তিওয়ারি, সিপিআই নেতা ডি রাজার মতো নেতাদের পাশাপাশি গীতিকার জাভেদ আখতার, সুধেন্দু কুলকার্নর মত প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত কে সি সিং মতো ব্যক্তিরা অংশ নেন।

কোনও রকম তৃতীয় মোর্চা বা চতুর্থ মোর্চা গঠনের লক্ষ্য নিয়ে নয় বরং ইস্যুভিত্তিক কেন্দ্র সরকার তথা মোদি বিরোধিতায় আপাতত যে মঞ্চের প্রধান লক্ষ্য এদিনের বৈঠকে আলোচনাসূচি থেকেই মালুম হয়েছে। সেক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল তৃণমূল কংগ্রেস তথা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই যে সমস্ত ইস্যু তুলে ধরেছেন, বলা ভাল তা নিয়ে কেন্দ্র সরকারের দিকে নিশানা সেধেছেন, সেই সমস্ত অধিকাংশ বিষয়ই বৈঠকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। বৈঠকের পরে এনসিপি নেতা মাজিদ মেনন জানিয়েছেন, “এই বৈঠক শরদ পওয়ার ডাকেননি। ডাকা হয়েছিল যশবন্ত সিনহার ‘রাষ্ট্র মঞ্চ’-এর তরফে। এটি কোনও রাজনৈতিক বৈঠক ছিল না। এমনও কথা শোনা যাচ্ছে, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়তেই নাকি এই বৈঠক। কিন্তু একথা একেবারেই সত্যি নয়। কাউকে বাদ দিয়ে কোনও ফ্রন্ট তৈরির লক্ষ্যে নয়। এমন কোনও বৈষম্য নেই। আমরা সমমনস্কদের এই বৈঠকে ডেকেছি। আমরা কংগ্রেস নেতাদেরও ডেকেছিলাম। বিবেক তঙখা, মণীশ তিওয়ারি, অভিষেক মনু সিংভি, শত্রুঘ্ন সিনহাকেও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আসতে পারেননি। অর্থাৎ কংগ্রেসকে ডাকা হয়নি একথা একেবারেই সত্যি নয়।”

বৈঠকে নিয়ে রাজনৈতিকমহলে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, শরদ পাওয়ারের বাড়িতে এমন মোদি বিরোধী জমায়েতের নেপথ্যে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর তথা পিকের বড়সড় ভূমিকা রয়েছে। ১৫ দিনে পিকের সঙ্গে দু’বার বৈঠক করেছেন পাওয়ার। তবে, মোদি বিরোধী ইস্যু নিয়ে তিনিই বিকল্প মুখ সামনে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন। মোদির বিকল্প তুলে ধরাই যে তাঁর লক্ষ্য সেকথা নিজমুখের স্বীকারও করে নিয়েছেন পিকে নিজে। আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, কোনও তৃতীয় বা চতুর্থ ফ্রন্টে আমার বিশ্বাস নেই। মানুষের কাছে বিকল্প মুখ তুলে ধরতে হবে।” প্রকাশ্যে না জানালেও বাংলার নির্বাচনের বিজেপি মুখ থুবড়ে পড়ার পর থেকেই মোদির বিরুদ্ধে মমতাকেই বিকল্প মুখ হিসেবেই যে পিকে তুলে ধরতে চাইছেন সেকথা আগে থেকেই শোনা গিয়েছিল। আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে সাম্প্রতিক জনস্বার্থের নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছেন বলে জানিয়েছেন সিপিএম নেতা নীলোৎপল বসু। তিনি বলেছেন, “এটা কোনও রাজনৈতিক বৈঠক নয়। কেবল সমমনস্ক মানুষদের সম্মেলন মাত্র। করোনার মোকাবিলা, পেট্রেল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের মতো বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে।” বৈঠকে সিপিএম ও সিপিআই, দুই দল তথা বামেদের বেশ কয়েকজন সাংসদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অন্য মাত্রা জুড়েছে।

নির্বাচন কমিশনেরও কড়া সমালোচনা করলেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ খুললেন বাংলার স্বার্থে

সংবিধান বহির্ভূত কাজ, রাজ্যপালকে তোপ অধ্যক্ষের

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : বাংলার সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে তুলোধোনা করলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার তথা বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, মোদি-শাহর নির্দেশেই বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে নির্বাচন কমিশনের বাংলায় আট দফা নির্বাচন করায় যে নয়জন বিধায়কের কোভিডে মৃত্যু হয়েছে তাও তুলে ধরেছেন স্পিকার। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্যপাল ও নির্বাচন কমিশনকে এভাবে তুলোধোনা করায় বিধানসভার অধ্যক্ষের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তৃণমূল বিধায়করা।

দেশের সমস্ত রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষদের নিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার ভার্চুয়াল সভায় বাংলার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ জানিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, “সংবিধান বহির্ভূতপথে অনৈতিকভাবে রাজ্যপাল বিধানসভার পরিষদীয় কাজে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় নাক গলাচ্ছেন। বিধানসভায় পাশ হওয়া প্রয়োজনীয় জনস্বার্থের বিলগুলিও অকারণে আটকে রাখছেন, ইচ্ছা করেই ফেরত পাঠাচ্ছেন। আর রাজ্যপালের এমন আচরণ ও সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন রাজ্যর সাধারণ মানুষ।” বিমানবাবুর আরও অভিযোগ, “বিধানসভার ইতিহাসে কখনও কোনও রাজ্যপাল এমন এক্তিয়ার বহিভূতভাবে পরিষদীয় কাজকর্মে ও গরিব মানুষের স্বার্থে পাশ হওয়া বিল রুখতে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। উল্টে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হয়ে অনেকেই রাজ্য সরকার ও বিধানসভাকে সাহায্য করেছেন।” স্বভাবতই কেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রীর তিন দফা চিঠি, সাংসদদের দাবির পাশাপাশি এবার রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে বিধানসভার স্পিকারের একেবারে সংসদের অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে অভিযোগ জানানোয় আরও চাপে পড়ে গেল রাজভবন। রাজ্যপালের পাশাপাশি বাংলার বিধানসভা ভোটে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সর্বভারতীয় অধ্যক্ষদের বৈঠকে সরব হয়েছে রাজ্য বিধানসভার স্পিকার। বিধানসভার দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে শুরু করে গত একবছরে করোনাকালে কিভাবে পরিষদীয় কর্মকান্ড জারি রেখেছেন তা তুলে ধরেছেন বিমানবাবু। কিন্তু আট দফায় ভোট করে যে কোভিডের ছোবলে বাংলায় অসংখ্য মানুষের পাশাপাশি নয়জন বিধায়ককেও এই বিধানসভা হারিয়েছে তাও উল্লেখ করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে স্পিকার দাবি করেন, একাধিক বড় রাজ্যে মাত্র এক দফায় ভোট হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দুই অথবা তিনদফায় ভোট গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও কমিশন তা গুরুত্ব দেয়নি। স্বভাবতই প্রায় দু’মাস ধরে নির্বাচন চলায় মিটিং-মিছিল ও বহিরাগতরা এসে পাড়ায় পাড়ায় দাপিয়ে বেড়ানোয় করোনা সংক্রমণ বেড়েছে। বস্তুত এই কারণে ভোটের সময় ও পরে বহু নিরীহ মানুষের পাশাপাশি নয়জন বিধায়ক অকাল মারা গিয়েছেন। এমন কী জয়ী হওয়া দু’বিধায়কও কমিশনের এমন ভূমিকার জেরেই গত এক মাসে মারা গিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতবর্ষের মূল ভাবধারা ও চেতনা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৬২। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 62. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**